প্রথম অধ্যায় ঃ উরস

শরীয়ত মতে উরস জায়েয ও উত্তম কাজ

উরস অধ্যায়ে আমরা দু'টি বিষয়ে আলোকপাত করবো, প্রথম পর্বে আমরা উরসের বৈধতা প্রমাণ করবো এবং দ্বিতীয় পর্বে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে পবিত্র উরসের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ খাড়া করা হয়েছে, সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো-ইন্‌শাআল্লাহ।

১। প্রথম পর্ব ঃ উরস শরীফ উত্তম কাজ ঃ

উরস শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিবাহ-শাদী। এ কারনেই নব দম্পতিকে আরবীতে আরূস বা দুলা দুল্‌হান বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় বুযুর্গানে দ্বীনের ওফাত দিবসকে ইয়াউমূল উরস বলা হয়। কেননা, ঐ দিনে তাঁরা আশেক বা প্রেমিক হয়ে কবরে আপন মাশুক বা প্রেমাস্পদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর দীদার লাভ করে নয়ন তৃপ্ত করেন। ঐ দিনটি প্রেমিকও প্রেমাস্পদের মিলনের দিন। দুলা দুল্‌হানের মিলনের দিনকেও একারনেই ইয়াওমূল আরূস বলা হয়। যেহেতু সেদিন চিরদিনের লালিত ভালবাসার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এবং তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয়।

তেমনিভাবে অলী-আল্লাহগণও দুনিয়াতে এশ্‌কে রাসুলের প্রেমানলে জ্বলে পুড়ে অবশেষে আপন মাহবুব ও প্রেমাস্পদের মিলন লাভ করেন কবরে ও মাযারে। চরম তৃপ্তি লাভ করে তাঁরা সুখ নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েন।

উরস নামের তাৎপর্য ঃ মিশকাত শরীফের "আযাবুল কবর" অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, "যখন মনকীর নকীর ফেরেস্তাদ্বয় মৃতব্যক্তিকে কবরে বসিয়ে তিনটি প্রশ্ন করে ঈমানের পরীক্ষা নেবে এবং মৃত ব্যক্তি সঠিক উত্তর দিবে- যার শেষ প্রশ্নটি হবে এরূপ "তোমার সামনে হাযির এই মহান পুরুষ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা ছিল"? তখন মুমিন ও অলী ব্যক্তিরা বলবে" ইনিই আমার প্রিয় রাসূল।" একথা শুনে ফেরেস্তাদ্বয় বলবে-

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَايُوْقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ

(مشكوة)

"এখন থেকে তুমি নব-দম্পতির ন্যায় এমন সুখের নিদ্রা যেতে থাকো, যে

www.sunnibarta.com

নিদ্রা থেকে ঘনিষ্ট প্রিয়জন ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে জাগাবেনা" (মিশকাত)।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি জিনিস প্রনিধান যোগ্য।

প্রথমতঃ অলী ও মোমেনগণকে কবরে নব দম্পতির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ নব দম্পতির ন্যায় নিচ্ছিদ্র সুখ-নিদ্রা যাপন করা- যা থেকে কেবল আপন প্রিয়তমই নিদ্রাভঙ্গ করাতে পারে-অন্য কেউ নয়।

তৃতীয়তঃ সুখের তৃপ্ত জীবন লাভ করা- যা নষ্ট করার অধিকার আপন প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য কারুর নেই। অলী-আল্লাহগণ সম্পর্কে উরস শব্দটি উপমা বা রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং উক্ত শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইসলামী পরিভাষায় অলীগণের ওফাত দিবসকে 'উরস দিবস' বলা হয়ে থাকে। এর বিরোধিতা করা মানেই রাসূলের (দঃ) ব্যবহৃত শব্দের সাথে বেয়াদবী করা। ওফাত দিবসে কবরের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রেমাস্পদ ও দোনো আলমের দুলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর দীদার লাভ করা কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়, প্রেমিক ছাড়া কে বুঝবে এর তত্ত্বকথা এবং অন্য কোন্ ব্যক্তি আস্বাদন করবে এ প্রেমরস? সুতরাং অলী-আল্লাহগণের মৃত্যু দিবসকে উরস দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করার মূল রহস্য এখানেই এবং উরসের মূল দলীলও হচ্ছে এই হাদীস খানা।

উরস-এর প্রকৃতি বা হাকিকত ঃ প্রতি বৎসর অলীগণের ওফাত দিবসে বা ওফাত উপলক্ষ্যে অন্য যে কোন দিনে সম্মিলিতভাবে মাযার যিয়ারত করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির আযকার করা, ওয়ায নসিহত করা, সদ্‌কা খয়রাত করা ও গরু ছাগল, শিরনী ইত্যাদি রান্না করে এসব নেক কাজের সাওয়াব অলী-আল্লাহগণের এবং অন্যান্য মূর্দেগাণের রূহে পৌছিয়ে দেয়া বা ইসালে-সাওয়াব করে তাঁদের ফয়েয লাভ করাকে প্রচলিত পরিভাষায় উরস বলা হয়। এটাই উরসের প্রকৃত রূপ বা হাকিকত। ইসালে সাওয়াবের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, প্রস্তুতকৃত খানাপিনা ও অন্যান্য নেক কাজের সাওয়াব পৌছিয়ে দেয়াই মূখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শেষ মুনাজাতটিই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উরসের মধ্যে যাবতীয় কার্যক্রমটিই মুখ্য বিষয়-অর্থাৎ খানাপিনা তৈরী করা থেকে আখেরী মুনাজাত পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে উরস বলা হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তথ্যগত কোন বিরোধ নেই। পার্থক্য শুধু নামের মধ্যে। তবে উভয়ের মধ্যে অন্য একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে-ইসালে ছাওয়াবের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কিছু দান করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উরস শরীফে শুধু দান করা নয় বরং তাঁদের ফয়েয লাভ করাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং

www.sunnibarta.com

ইসালে সাওয়াব ও উরস শরীফের মধ্যে উক্ত সুক্ষ পার্থক্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম এক শ্রেণীর আলিম ও অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উরস শরীফের বিরোধিতা করে থাকেন। আল্লাহ সকলকে সুমতি দান করুন। উরস এবং ইছালে ছাওয়াবের নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক দিয়ে উভয়টি ভিন্ন। ইছালে ছাওয়াব অর্থ কিছু দেওয়া; আর উরস অর্থ- কিছু দিয়ে কিছু নেওয়া।

উরস শরীফ জায়েয হওয়ার দলীলও প্রমানাদি

১নং দলীল ঃ হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড 'যিয়ারাতুল কুবুর" অধ্যায়ে একটি হাদীস পেশ করা হয়েছে- যার বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইবনে আবি সায়বা (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করেন **"নবী করীম (দঃ) বৎসরান্তে প্রতি বৎসরই উহুদের ময়দানে শহীদানগণের মাযারে গমন করতেন।"** তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুররে মানসুরে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (দঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি প্রতি বৎসরই বৎসরান্তে একবার উহুদের শহীদানগণের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতেন এবং শহীদানগণকে সালাম করতেন এভাবে "তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক- তোমাদের অসীম ধৈর্য্যের বিনিময়ে; আর পরকালের বসতবাড়ী কতইনা শান্তি দায়ক।" অনুরূপভাবে নবীজীর অনুসরণ করে খুলাফায়ে রাশিদীন- অর্থাৎ -হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুম তাঁদের খিলাফতকালে অনুরূপভাবে যিয়ারত করতেন।

উক্ত হাদীসের দ্বারা এবং চার খলিফার কার্য্যবিধি দ্বারা বৎসরান্তে একবার সম্মিলিতভাবে মাযারের যিয়ারত করা উত্তম কাজ বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। আমাদের দেশের প্রচলিত মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উক্ত হাদীস দ্বারাই প্রমানিত। যারা মহান ব্যক্তিদের মৃত্যু বার্ষিকী পালনের বিরোধী, তারা প্রকৃত পক্ষে হাদীসে রাসূলেরই বিরোধী। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত নসীব করুন।

হাদীসের মূল এবারত নিম্নরূপঃ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - وَالْخُلَفَاءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) প্রত্যেক বৎসরান্তে উহুদের শহীদানদের কবরে

www.sunnibarta.com

(মাযারে) গমন করে সালাম দিয়ে বলতেন- তোমাদের ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষন করুন। পরকালের বসতবাড়ী কতই না উত্তম; এবং চার খলিফাও (রাঃ) অনুরূপভাবেই যিয়ারত করতেন।" (তাফসীরে কবির ও দুররে মানসুর)

২নং দলীল ঃ শাহ্ আবদুল আযিয (রঃ) ইবনে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী স্বীয় ফতোয়া আযিযিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, (অনুবাদ) "উরস উপলক্ষে অনেক লোক একত্রিত হয়ে কুরআন শরীফ খতম করা ও প্রস্তুতকৃত খানা অথবা শিরনীতে ফাতেহা পাঠ করে উপস্থিত জনগণের মধ্যে উক্ত খানা বন্টন করে দেয়ার নাম উরস। খাওয়া দাওয়ার প্রথাটি যদ্যি নবী করীম (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু বর্তমান কালে কেউ এই ব্যবস্থা করলে তাতে দোষের কিছুই নেই বরং এই সদ্কার কারণে মৃত বক্তিগণের দোয়া ও বরকত লাভ করা হয়। এই কাজটি মুস্তাহাব পর্যায়ভুক্ত। বাতিলপন্থী কোন কোন আলিম মনগড়া একটি অপবাদ দিয়ে থাকে যে, এভাবে ঘটা করে খানাপিনা প্রস্তুত করার মাধ্যমে এই প্রথাকে জনগণ ফরয বলে মনে করে থাকে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ। শরীয়তে নির্ধারিত ফরয ব্যতীত অন্য কোন কাজকে কোন মুসলমান ফরয বলে মনে করেনা। খতমে কুরআন, খাদ্য ও শিরনী বিতরনের মাধ্যমে সাওয়াব পৌছিয়ে কবরবাসীকে সাহায্য করে তাদের দোয়া ও বরকত লাভ করার ব্যাপারে অলিগণের ইজমা রয়েছে এবং এটা উত্তম কাজ। উরসের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করাকে কেহ্ কেহ্ দোষনীয় মনে করলেও এটা যুক্তিতে টিকেনা। কেননা, দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হয় অন্য কারণে। তাহলো- যে দিন অলি-আল্লাহগণ ইনতিকাল করেন, সে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই ওফাত দিবসে উরস করা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় কারণ হলো- যেন সকলেই ঐ নির্ধারিত দিনে অতি সহজে একত্রিত হতে পারেন। এতে শরীয়তের কোন আপত্তি নেই। অন্যথায় যে কোন দিন উরস করা যেতে পারে- এতেও দোষের কিছু নেই। (অনুবাদঃ ফতোয়া আযিযিয়া ৪৫ পৃষ্ঠা ও জুবদাতুন নাছায়েহ)

৩নং দলীল ঃ দেওবন্দের বড় আলিম রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর বংশের পূর্ব পুরুষ আবদুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী তাঁর খলিফা মাওলানা জালালুদ্দীনকে ১৮২ নং পত্রে লিখেছেন-

اعراس پیراں برسنت پیراں بسماع وصفائی جاری دارند

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ "পীরগণের উরস পীরগণের নির্দেশিত তরিকা মতে ছামা ও অন্যান্য পাক পবিত্রতার সাথে চালু রাখবে।" (ছামা ঃ বাদ্যযন্ত্র বিহীন সম্মিলিত কণ্ঠের কাসিদা)।

৪নং দলীল ঃ দেওবন্দের আলিম রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয়ের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী সাহেব 'ফয়সালা হাফ্ত মাসআলা' নামক পুস্তিকায় উরসের বর্ণনা এভাবে করেছেন-

فقیرکا مشرب اس امر میں یہ ھے کہ ھر سال اپنے پیرو مرشد کی روح مبارک پر ایصال ثواب کرتا ھوں- اول قران خوانی ھوتی ھے اورگاہ گاہ اگروقت میں وسعت ھو تومولود پڑھا جاتا ھے- پھرما حضر کھانا کھلایا جاتا ھے اور اسکا ثواب بخش دیا جاتا ھے- (فیصلہ ھفت مسئلہ)

অর্থাৎ "এই বিষয়ে (উরস) অধমের (ইমদাদুল্লাহ) নীতি হচ্ছে- প্রতি বৎসর স্বীয় পীর-মুর্শিদের রুহ মোবারকে ইছালে ছাওয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআনখানী অনুষ্ঠিত হয় এবং সময় সঙ্কুলান হলে কখনও কখনও মীলাদ শরীফও পাঠ করা হয়। অতঃপর উপস্থিতকৃত খানা পরিবেশন করা হয় এবং এর সাওয়াব বখ্শিষ করে দেয়া হয়।" (ফয়সালা হাফ্ত মাসআলা)

৫নং দলীল ঃ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী সাহেব মূল উরসকে জায়েয মনে করেন। তার লিখিত ফতোয়ায়ে রশীদিয়া প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদ্আত- পৃষ্ঠা ৯২-তে উল্লেখ আছে- (বর্তমান সংস্করনে নেই)।

بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تھیں پھر کسی وقت منع ھو گئیں- مجلس عرس ومولود بھی ایساھی ھے- اھل عرب سے معلوم ھوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا عرس بہت دھوم

www.sunnibarta.com

دھام سے کرتے ہیں- خاص کر علماء مدینہ منورہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے جنکا مزار شریف احد پہاڑپرہے- (فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صـ ۹۲)

অর্থাৎ "এমন অনেক কাজ আছে- যেগুলো প্রথমে মোবাহ্ ও জায়েয ছিল। কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। উরস এবং মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠানও এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। আরববাসীদের নিকট থেকে জানা গেছে যে, আরব শরীফের লোকেরা হযরত ছাইয়েদ আহমদ বদভী (রাহঃ)-এর উরস শরীফ খুব ধুমধামের সাথে পালন করতেন। বিশেষ করে মদিনা মোনাওয়ারার আলিমগণ হযরত আমীর হাম্‌যা (রাঃ)-এর উরস মোবারক পালন করতেন- যাঁর মাযার শরীফ ওহোদ পাহাড়ে অবস্থিত" (ফতোয়া রশিদীয়া (মূল ছাপা) প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদ্‌আত- পৃষ্ঠা নং ৯২)।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী সাহেব উপরোক্ত এবারতে স্বীকার করেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর চাচা হযরত আমীর হাম্‌যা (রাঃ)-এর উরূস শরীফ মদিনা শরীফের উলামায়ে কেরামগণ (গাঙ্গুহীর যুগপর্য্যন্ত) পালন করে আসছেন। সুতরাং অলি-আল্লাহগণ ছাড়াও যে সাহাবীগণের উরূস শরীফ মদিনা শরীফে প্রচলিত ছিল- এটাও প্রমাণিত হলো। (বর্তমানে ১৯৮৭ সনে ১ খন্ডে সমাপ্ত নুতন সংস্করনে ফতোয়ায়ে রশিদিয়া হতে উপরোক্ত এবারত সম্পূর্ণ গায়েব করে ফেলা হয়েছে। কারণ অজ্ঞাত)।

প্রশ্ন হচ্ছে- উহুদের উরস ও মিলাদ এখন বন্ধ হলো কেন? কে বন্ধ করলো? এর কোন বিবরণ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব উল্লেখ করেননি। শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন কাজ প্রথমে মোবাহ্ ছিল। কিন্তু পরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রকৃত ঘটনা হলোঃ ১৯২৪ ইংরেজী সালে যখন গোটা আরবে সৌদি হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাদশাহ আবদুল আযিযের নির্দেশে সমস্ত মাযার শরীফ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাযারসমূহের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ভারতের খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বাদশাহ আবদুল আযিযের এসমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট খিলাফত প্রতিনিধি দল ডাক্তার আনসারী

www.sunnibarta.com

ও মিঃ শোয়াইব-এর নেতৃত্বে আরব দেশে প্রেরণ করেন। তারা ১৯২৫ ও ১৯২৬ ইংরেজী সনে দুইবার আরব গমন করে মাযার ভাঙ্গা ও পবিত্র স্থান সমূহের নিদর্শন ভাঙ্গার ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন এবং বিস্তারিত ঘটনা রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা জিয়াউল্লাহ আল-কদেরী (রহঃ)-এর লিখিত "ওহাবী মায্হাব" এবং আল্লামা আরশাদুল কাদেরী- জমশেদপুর বিহার-এর লিখিত "তাবলীগী জামায়াত" গ্রন্থে এসব ঘটনার বিবরণ বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধমের নিকট ওহাবী মায্হাব ও তাবলিগী জামায়াত উর্দূ গ্রন্থ দুখানা মৌজুদ আছে। ১৯৭৩ ইং সনের আজাদ পত্রিকায়ও বিস্তারিত বিবরণ আছে।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব আরবের বিখ্যাত ওলী হযরত সাইয়েদ আহমদ বদভী (রহঃ)-এর উরস শরীফ শান শওকতের সাথে পালিত হতো বলেও উল্লেখ করেছেন। ওহাবী সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ওহাবী নজদী শাসনের পতনের পর উক্ত উরস পুনরায় চালু হবে- ইন্শা আল্লাহ। সুতরাং উরস শরীফ কোন নুতন জিনিস নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অতীত ইতিহাস অতি সহজে ভুলে যায়। এই সুযোগে ওহাবীপন্থী আলেমগণ বলে বেড়াচ্ছে যে, আরব দেশে কোন মাযার নেই এবং সেখানে কোন উরস শরীফও পালন করা হয় না- ইত্যাদি। অথচ আসল ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিহাস বিকৃতিতে বাঙ্গালী ওহাবীরা বড় ওস্তাদ। উরস শরীফ ও মিলাদ শরীফ প্রথমে আরব দেশেই চালু হয়েছে। পরে বাংলাদেশে এসেছে। সৌদী আরবের সুন্নী মুসলমানরা এখনও গোপনে মিলাদ শরীফ কিয়াম সহকারে পাঠ করে থাকেন। এই অধম ১৯৮৫ ইংরেজী সনে ওমরাহ পালনের সময় শবে বরাতের রাতে মক্কা শরীফের এক আরবীর বাসায় আরও ১৩ জন বাংলাদেশী আলেমসহ মিলাদ শরীফ পড়েছি। বাড়ীর মালিক ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে এই মিলাদ শরীফের আয়োজন করেছিলেন এবং হালুয়া রুটিসহ অতি উচ্চমানের খানাপিনা তৈরী করেছিলেন। সৌদী আরবের প্রাক্তন তৈলমন্ত্রী জাকি ইয়ামানী ছিলেন সুন্নী। তিনি প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) আয়োজন করে থাকেন। একারণেই তাঁকে সৌদী সরকার বরখাস্ত করেছেন। বর্তমানে মক্কা শরীফে সুন্নী পীর রয়েছেন সৈয়দ আলভী মালেকী। তিনি উরস ও মিলাদ কিয়াম করেন।

৬নং দলীল ঃ পাক ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রথম নেতা ইসমাইল দেহ্লভী যিনি "তাক্ভিয়াতুল ঈমান" ও সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাব লিখে ওহাবী মতবাদ ভারতে ও বাংলাদেশে প্রথম প্রচার করেছিলেন- তিনি শাহ্ ওয়ালি উল্লাহর নাতি হয়েও শাহ্ পরিবারের অন্যান্য বুযর্গানে দ্বীনের পথ এবং মত থেকে সরে গিয়ে নজদী ওহাবী মতবাদে দিক্ষীত হয়েছিলেন এবং হাদীসের

www.sunnibarta.com

মনগড়া ব্যাখ্যা ও অপব্যখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদের যাবতীয় অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদআত বলে আখ্যায়িত করে এদেশে ওহাবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। উক্ত ইসমাঈল দেহ্লভী তার রচিত ও নিজ পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুযাত বলে দাবীকৃত এবং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব কর্তৃক সমর্থিত বিতর্কিত কিতাব "সিরাতে মুস্তাকীম" উর্দু সংস্করণ পৃষ্ঠা নং ৫৮-এ উরস-এর বৈধতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন-

نفس عرس کی اباحت میں کوئی شک نہیں مگر ہیئت کذائیہ یعنی تعیین وقت وطعام وغیرہ کیوجہ سے منع ہو گئی-

অর্থাৎ- "মুল ওরস শীরফ জায়েয হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম- যথা সময় ও তারিখ নির্ধারন, খানাপিনার আয়োজন- ইত্যাদি কারনে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে"। (সিরাতে মুস্তাকীম- পৃষ্ঠা ৫৮ উর্দুসংস্করণ)।

৭নং যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ঃ উরস শরীফ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিও একটি উত্তম দলীল।

প্রথমতঃ উরস শরীফ বিভিন্ন উত্তম কাজের সমষ্টিকে বলা হয়। যেমন- কোরআন খানি, মাযার যিয়ারত, সদকা খয়রাত, মিলাদ কিয়াম, দোয়া মুনাজাত ও যিয়ারত- ইত্যাদি ভাল কাজসমূহ উরস শরীফের বিশেষ অনুষ্ঠান। একাজগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটিই বৈধ ও জায়েয। সুতরাং সবগুলো কাজ একত্রে এবং একই অনুষ্ঠানে পালন করা অবৈধ হবে কোন্ যুক্তিতে? প্রত্যেকটি কাজই পৃথক পৃথক ভাবে সুন্নাত। সুতরাং কয়েকটি সুন্নাত একত্রে আদায় করা এবং সম্মিলিত ভাবে পালন করাকে হারাম বলা হবে কোন্ যুক্তিতে? ওহাবীগণ মনগড়া শর্ত যোগ করে বলে থাকে যে, বৎসরের নিদ্দিষ্ট দিনে একত্রিত হওয়া এবং খানাপিনা তৈরী করা ও ধুমধাম করা নিষিদ্ধ। এগুলো তাদের মনগড়া শর্ত। দূরে বা নিকটে, একাকী বা একত্রে নির্ধারিত সময়ে বা অনির্ধারিত সময়ে যিয়ারত করার কোন শর্তই হাদীসে আরোপ করা হয়নি। হাদীস শরীফে শর্তহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে- "তোমরা এখন থেকে যিয়ারত করো। যা পূর্বে বিশেষ কারণে আমি নিষেধ করেছিলাম"। সুতরাং শর্তহীন হাদীসকে মনগড়া শর্তাধীন করার মত যুলূম ও অন্যায় আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয়ত ঃ তারিখ নির্ধারিত করা হয় জনগণের সমাগমের সুবিধার্থে।

www.sunnibarta.com

তৃতীয়ত ঃ তারিখ নির্ধারিত থাকলে ভক্ত ও পীর ভাইগণ একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়।

চতুর্থত ঃ তারিখ নির্ধারিত থাকলে অনেক কামেল অলী দরবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন- আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ ও সিলেটে হয়ে থাকে।

পঞ্চমত ঃ হজ্জ ও রওযা মোবারক যিয়ারত- উভয়টির জন্যই আল্লাহ ও রাসূল সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখানেও উল্লেখিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহীত রয়েছে। প্রতিপক্ষগণ এ ব্যাপারে কি বলবেন? সময় নির্ধারণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কি ভুল করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ্)

দ্বিতীয় পর্ব ঃ উরস বিরোধীদের কতিপয় আপত্তি ও তার জবাব

১নং আপত্তি ঃ উরস বিরোধী ওহাবীগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অপকৌশল ও কুটতর্ক সৃষ্টি করে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। তাদের একটি আপত্তি হলো- যাদেরকে তোমরা অলী মনে করো এবং যাঁদের উরস পালন করে থাকো- প্রকৃতপক্ষে তারা অলী কিনা এবং তাঁদের মৃত্যু ঈমানের উপর হয়েছে কিনা- এ কথার গ্যারান্টি ও প্রমাণ কি? সারা জীবন ভালো থেকেও অনেক লোক কাফির হয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারে।

জবাব ঃ যদি ওহাবীদের আপত্তি সত্য বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে সাধারন মুসলমানদের বেলায়ও তো এই আশংকা বিদ্যমান যে, সে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করেছে কিনা? তা হলে তার গোসল, জানাযা, সম্পত্তি বন্টন কোনটাই করা উচিৎ নয়। কেননা, তোমরা তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারোনা যে, সে ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে কিনা?

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে- শরীয়ত সব সময় প্রকাশ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে এবং এটার উপরই আমল করতে হয়। শুধু সন্দেহ ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে শরীয়ত কোন ফয়সালা প্রদান করেনা। সাধারন মুমিন মুসলমানগণ সতঃস্ফুর্তভাবে যাকে জীবিতকালে অলী বলে স্বীকৃতি প্রদান করে, তিনি শরীয়ত মতে মৃত্যুর পরেও অলী। কেননা, মুমিন মুসলমানগণ আল্লাহর স্বাক্ষীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মজিদে সুরা বাক্বারা ১৪৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ **"তোমরা উত্তম জাতি হিসেবে আমা কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছো এবং তোমরা অন্য জাতির জন্য খোদায়ী স্বাক্ষী হবে পরকালে"**। সুতরাং খোদায়ী স্বাক্ষীগণ যাকে অলী বলে সাক্ষ্য দেবে, তিনি আল্লাহর নিকটও অলী।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে চাক্ষুস দুটি ঘটনাও

www.sunnibarta.com

আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করছে। ঘটনা দুটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "একজন লোকের জানাযা নবী করিম (দঃ)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম কালে উপস্থিত সাহাবীগণ ঐ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। নবী করীম (দঃ) বললেন "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ নির্ধারিত হয়ে গেলো। অপর একটি জানাযা অতিক্রম কালে সাহাবীরা ঐ মৃত ব্যক্তির কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেন। নবী করিম (দঃ) এবারও বললেন, "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ নির্ধারিত হয়ে গেলো। সাহাবীগণ এ কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ), আমরা যখন একজনের প্রশংসা করলাম, তখন আপনি বললেন- "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ সাব্যস্থ হয়ে গেলো। কি সাব্যস্থ হয়ে গেলো? আবার অন্য একজন মৃত ব্যক্তির ব্যপারে যখন আমরা কিছু দুর্নাম করলাম, তখনও আপনি বললেন- "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ সাব্যস্থ হয়ে গেলো। কি সাব্যস্থ হলো- তা তো আমরা বুঝলাম না? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- **"যখন তোমরা একজনকে ভাল বলেছো, তখন তার জন্য জান্নাত সাব্যস্থ হয়ে গেছে। আর অন্যজনকে যখন খারাপ বলেছো, তখন তার জন্য জাহান্নাম সাব্যস্থ হয়ে গেছে। কেননা** أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ **"তোমরা এই জমীনের বুকে খোদায়ী সাক্ষী।"** (মিশকাত জানাযা অধ্যায়- বুখারী ও মুসলিম)।

সুতরাং সর্বসাধারণ যাকে অলী বলে সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে অলী। মুসলমানদের সর্বসম্মত মতামত হচ্ছে শরীয়তের একটি বড় দলীল। এটাকে আরবী পরিভাষায় "ইজমায়ে উম্মত" বলা হয়। মুসলমানগণ উরস, ফাতিহা, মিলাদ, খতমে গাউছিয়া, খতমে খাজেগান, খতমে বুখারী, ওয়ায ও যিকিরের মাহফিল ইত্যাদিকে উত্তম বলে সর্বসম্মতভাবে গ্রহন করে নিয়েছে। সুতরাং, এটা দলীল হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে ইবনে তাইমিয়া ও তার ভাবশিষ্য মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ঐ নেককাজ গুলোকে অস্বীকার করে নানা কুটতর্ক জুড়ে দিয়েছে। বর্তমানে ঐ দুজনের অনুসারী খারিজী বা ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও ইজমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে থাকে। এতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইজমার কোন ক্ষতি হবেনা। এটাই অছুলের নীতি।

শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতে গেলে বিরুদ্ধবাদীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়- মৃত্যু কালীন সময়ের অনিশ্চয়তা তো একজন কাফিরের বেলায়ও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, ঐ কাফির মৃত্যুর পূর্বে ভিতরে ভিতরে মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। তা হলে তো কোন বিজাতিকেও কাফির বলা যাবেনা। কোন কাদিয়ানীকেও কাফির বলা যাবে না। কেননা, মৃত্যুর সময় তার ঈমান গ্রহনের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। অথচ ওহাবীরা খতমে নবুয়্যতের নাম নিয়ে

www.sunnibarta.com

কাদিয়ানীদেরকে মৃত্যুর পূর্বেও কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। এটা কি তাদের স্ববিরোধিতা নয়? আমরা সুন্নীগণ কাদিয়ানীদেরকে কাফের বলে বিশ্বাস করি। সুতরাং খোদায়ী সাক্ষী স্বরূপ মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকে অলী বলে স্বাক্ষ্য দেয়, তিনি আল্লাহর নিকটও অলী। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- নবী করীম (দঃ) বলেছেন-

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-

অর্থাৎ "যে কাজকে মুমিন মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাল বলে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম"। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর একক বৈশিষ্ট (মুসলিম ও মিশকাত)।

দ্বিতীয় আপত্তি ঃ উরসের বিরুদ্ধে ওহাবীদের দ্বিতীয় আপত্তি হলো- উরসের সময় দরগাহ্ বা মাযারে অত্যধিক লোকের ভীড় লেগে যায় এবং মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। নবী করীম (দঃ) কবরস্থানে মেলার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন- এক হাদীসে এসেছে- لَاتَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا -

অর্থাৎ- "আমার রওযা মোবারককে ঈদগাহ্ বানাইওনা"।

ঈদের সময় যেমন লোকের সমাগম হয় এবং আনন্দ খুশী করা হয়, কবরের নিকট এরূপ করতে নবী করীম (দঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং উরস হারাম।

জবাবঃ বিরুদ্ধবাদীরা হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, এটা সত্য বলে ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়-নবী করীম (দঃ) এর রওযা মোবারকেও ঈদের দিনের মত অনেক লোকের সমাগম হতে পারবেনা- অথচ বর্তমানে মদিনা শরীফে রওযা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দিনরাত লক্ষ লক্ষ লোক হাযির হচ্ছেন। তাদের মতে এটাও হাদীসের মর্মানুযায়ী নিষিদ্ধ (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা ভুল।

উল্লেখিত হাদীস শরীফের দু'টি সঠিক ব্যাখ্যা মোহাদ্দেসীন কেরাম উল্লেখ করেছেন।

১ম ব্যাখ্যাটি আল্লামা মানাভী (রহঃ)তাইছির গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন। "এ হাদীসে বরং নবী করীম (দঃ) তাঁর রওযা মোবারক ঘন ঘন যিয়ারত করার জন্য উম্মতকে আহ্বান জানিয়েছেন। বৎসরে মাত্র দু একদিন যিয়ারত করে বাকী দিনগুলোতে কবরের ন্যায় রওযা মোবারককে যেন জনমানব শুন্য বানানো না হয়" (তাইছির)। ইহাই উপরোক্ত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে- "তোমরা আমার রওযা মোবারককে আনন্দ ফুর্তি বা

www.sunnibarta.com

খেলাধূলার স্থানে পরিণত করোনা। বরং আদব ও সম্মানের স্থানে পরিণত করো"। দেওবন্দীদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী ফয়সালা হাফ্ত মাসআলা উরস অধ্যায়ে এই ব্যাখ্যাটিই গ্রহন করেছেন।

সুতরাং, উপরে উল্লেখিত হাদীসখানা বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্য পূরনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরং নবী অলীগনের মাযারে একত্রিত হয়ে আদব রক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে উক্ত হাদীসে এবং "তোমরা"-এই বহু বচন ব্যবহার করে অনেক লোকের সমাবেশকেই বরং উৎসাহিত করা হয়েছে।

তৃতীয় আপত্তি ঃ উরস শরীফের বিরুদ্ধে ওহাবী পন্থীদের তৃতীয় আপত্তি হচ্ছে- উরস উপলক্ষে পুরুষ ও মেয়েলোকের একত্রে মেলামেশা হয়। নাচ-গান হয়। কাউয়ালী ও গানবাদ্য হয়। এমনকি- গাজাখুরী পর্যন্ত চলে। এগুলো শরীয়তে সরাসরি হারাম। সুতরাং উরসও হারাম।

জবাব ঃ উল্লেখিত আপত্তির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে উরস শরীফ। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে-গান-বাদ্য, নারী পুরুষের সংমিশ্রণ, গাজাখুরী ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ। উরস বিরোধীরা উভয়টিকে হারাম বলেছেন। এটা অন্যায় ও যুলুম। প্রথমটি উরস-যা তাদের গুরুজনদের মতেও বৈধ। আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরামদের মতে তো উরস জায়েয এবং উত্তম কাজ-যা হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর জন্য মদিনা শরীফের উলামাগন পালন করতেন। দ্বিতীয় প্রকারের কাজগুলো শরীয়ত মোতাবেক নাজায়েয।

উরস হলো মূল কাজ-যা শরীয়তে বৈধ। বিদ্আতী ও শরীয়ত বিরোধী কাজগুলো হলো উপসর্গ। এটা সুস্থ দেহে রোগের উপসর্গ স্বরূপ। সুস্থ শরীরে রোগের উপসর্গ দেখা দিলে রোগ দূর করতে হবে। কিন্তু শরীর ঠিক রাখতে হবে। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কাজ হলে বিবাহ পড়ানো না জায়েয বা অশুদ্ধ হবে না। কেননা, বিবাহ হচ্ছে ইজাব-কবুলের নাম। গান বাদ্য, নাচগান ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী উপসর্গ। এগুলো দুর করা সম্ভব। চিনিতে পিপিলীকা পতিত হলে চিনি হারাম বা মাকরূহ হয়না। পিপিলীকা মাকরূহ এবং তা দূর করা সম্ভব। তাই চিনি খেতে হবে এবং পিপিলীকা দূর করতে হবে। মশা কামড় দেয় বলে মশারীতে আগুন দেয়া নির্বোধেরই কাজ। মশা মারতে হবে। কিন্তু মশারী ঠিক রাখতে হবে। অনুরূপভাবে- মূল উরস শরীফ ঠিক রেখে শরীয়ত বিরোধী উপসর্গগুলো দূর করতে হবে। জগদ্বিখ্যাত ফাত্ওয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামী "যিয়ারাতুল কুবুর" অধ্যায়ে এই ফতোয়াটিই এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَلَاتُتْرَكُ (الزِّيَارَةُ) لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مُنْكَرَاتٍ

www.sunnibarta.com

وَمَفَاسِدِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِهَا لِاَنَّ الْقُرُبَاتِ لَاتُتْرَكُ لِمِثْلِ ذٰلِكَ بَلْ عَلَى الْاِنْسَانِ فِعْلُهَا وَاِنْكَارُ الْبِدْعِ- قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَاِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَائِحَاتٌ-

অর্থাৎ- "কবর বা মাযার যিয়ারত একারনে পরিত্যাগ করা যাবেনা যে, সেখানে অন্যান্য নাজায়েয ও ফিতনা ফাসাদের কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন- নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা- ইত্যাদি। কেননা, ঐ বদ উপসর্গের কারণে নেক কাজ পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং লোকদের উচিৎ-মাযার যিয়ারত করা এবং বিদআত প্রতিরোধ করা। আমি (ইবনে আবেদীন) বলবো-এই মাসআলা ও ফয়সালার স্বপক্ষে পূর্বে উল্লেখিত একটি সিদ্ধান্তও খুবই সহায়ক হবে। তা হলো- যদি কোন জানাযার সাথে ক্রন্দনকারিনী মহিলা গমন করে, তা স্বত্বেও উক্ত জানাযায় গমন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না"। (কেননা জানাযার সাথে গমন করা সুন্নাত)

আল্লামা শামী (রহঃ) একজন বিজ্ঞ জজের ন্যায় চুলচেরা বিশ্লেষন করে মূল যিয়ারতকে বৈধ বলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসর্গগুলো দূর করার উপর জোর দিয়েছেন। এটাই ইনসাফ। আরও অনেক উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন ঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৭ম হিজরীতে নবী করীম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম উমরাহ্ পালন উপলক্ষে খোদার ঘর তাওয়াফ করেছিলেন এবং সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে সায়ীও করেছিলেন। অথচ ঐ সময় খোদার ঘরের ভিতর ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতে আসেফ ও নায়েলা নামক দুটি পাথরের মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তাই বলে কি নবী করীম (দঃ) তাওয়াফ বন্ধ করেছিলেন বা তাওয়াফকে হারাম বলেছিলেন? না, বলেন নি- বরং তাওয়াফ করেছিলেন। যখন সুযোগ এসে গেলো এবং মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি নিজ হাতে তা দূর করে দিয়েছিলেন। মার্কেটিং-এর জন্য প্রত্যেক আলিম উলামা বাজারে গমন করে থাকেন। সেখানে নারী পুরুষের ভিড় হয়,সংমিশ্রন হয়। রেল, বাস- ইত্যাদি যান বাহনে নারী পুরুষ একত্রে ভ্রমন করে এবং খোদার ঘরে নারী-পুরুষ একত্রে তাওয়াফ করে। কোন জ্ঞানী বা সুবিবেচক ব্যক্তি কি বলতে পারেন যে, নারীদের উপস্থিতির কারণে মার্কেটিং, যানবাহনে ভ্রমন এবং তাওয়াফ হারাম হয়ে যাবে? ঠিক অনুরূপভাবে উরস বা মাযার যিয়ারতে আজকাল ইসলামী শাসন না থাকার কারণে নারীদেরও আগমন ঘটে থাকে এবং

www.sunnibarta.com

কোন কোন মাযারে শরীয়ত বিগর্হিত কাজও হতে দেখা যায়। তাই বলে উরস শরীফ ও মাযার যিয়ারত- যা সুন্নাত-তা হারাম হতে পারে না।

মাযার ও উরসে নারীদের উপস্থিতি এবং পুরুষদের সাথে সংমিশ্রনের অজুহাত দেখিয়ে উরস ও যিয়ারত হারাম হওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশকারীগনকে তাবুক যুদ্ধ হতে বিরত জনৈক মুনাফিকের ওজর আপত্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবী করিম (দঃ) দূরতম দেশে-অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহবান জানানোর পর জনৈক মুনাফিক (ইবনে কায়েসের দাদা) ওযর ও অপারগতা পেশ করে বললো- রোম ও শামের মেয়েরা খুবই সুন্দরী। আমি নারী পাগল। সেখানে গেলে আমার চরিত্র ঠিক থাকবেনা। বরং ফিৎনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই সম্ভাব্য ফিৎনায় যাবনা। উক্ত মুনাফিকের আপত্তির জবাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা তৌবার ৪৯ নং আয়াতে এরশাদ করেন-

اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ –

অর্থাৎ- "হ্যাঁ, তারা (মুনাফিক) ফিৎনার (মুনাফিকি) মধ্যেই পতিত হয়ে গেছে। আর (তাদের মত) কাফিরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে জাহান্নাম"। (তাফসীর কবীর ও রহুল বায়ান)

অনুরূপভাবে উরস শরীফ বিরোধীরাও বিভিন্ন বাহানা করে উরস শরীফকে বন্ধ করতে চায়। এটা তাদের অলী দুশমনীর প্রমাণ এবং নজদী প্রেমের নিদর্শন। তারা ফিৎনার মধ্যে পতিত। ফিৎনার চোরা বালিতে মুখ লুকানোই তাদের স্বভাব।

উরস শরীফে মারফতী গান বা কাওয়ালী সম্পর্কে ওলামাগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান বা গজল জায়েয- কিন্তু বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাজায়েয। আবার কোন কোন আলেম জায়েয বলেছেন। আরবীতে এটাকে ছামা বলে। ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছয়টি শর্ত সাপেক্ষে ছামা জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। ১) শ্রোতা নামাযী ও হালের অধিকারী হওয়া ২) গায়ক হালের অধীকারী হওয়া ৩) কোন মেয়েলোক উক্ত জলছায় না থাকা ৪) নতুন গোঁফ গজানো বালক তথায় না থাকা ৫) কোন মেয়েলোক দ্বারা ছামা' না গাওয়ানো ৬) পুরুষ দ্বারা ছামা গাওয়ানো। তাহলে ছামা জায়েয।

মোট কথা ছামা শুনার উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যই ছামা' জায়েয- অন্যের জন্য নয়। আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের পীর-হাজী ইমদাদুল্লাহ মুজাহির মক্কী সাহেব

www.sunnibarta.com

ফয়সালা হাফ্‌ত মাসআলা পুস্তিকায় ছামা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

محققین کا قول یہ ہے کہ اگر شرائط جواز جمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہو جاویں توجائز ہےورنہ نا جائز -

অর্থাৎ- ছামা সম্পর্কে ইসলামী বিশেজ্ঞদের মত হলো-যদি জায়েয হওয়ার শর্ত সমূহ (৬টি) পাওয়া যায় এবং নিষেধ করার মত অন্য কোন উপসর্গ বা কারণ সমূহ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে ছামা জায়েয। নতুবা না জায়েয।

তদুপরি- হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী (রহঃ) ও হযরত ফরিদ উদ্দীন (রহঃ) এর মত জগৎবিখ্যাত অলীগণও বাদ্যবিহীন ছামা করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (আওয়ারিফুল মাআরিফ) হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) তরিকতের শীর্ষস্থানীয় লোকদের জন্য ছামা উপকারী বলে মকতুবাত শরীফে মন্তব্য করেছেন। (মুনতাখাবাত- আরবী সংকলন)

সুতরাং, উরসে মারফতী গানবাদ্যের ওযর আপত্তি তোলা, উরস শরীফ নাজায়েয হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই হতে পারেনা। অধম লেখক, বাদ্যযন্ত্রের বিপক্ষে মত পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। তবে অলী-আল্লাহগণের কার্যকলাপের সমালোচনাকারীও নই।

৪র্থ আপত্তি ঃ উরস শরীফ বিরোধীদের একটি শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে ঃ ফোকাহায়ে কেরামগণ বলেছেন- যে যিয়াফতে নাচগান করা হয়, সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত- কিন্তু হারাম কাজ সংযুক্ত হওয়ার কারনে উক্ত দাওয়াতে যাওয়া হারাম হয়ে গেল। উরসের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এক মন দুধের মধ্যে এক ফোটা গো-চনা পড়লে যেমন সমস্ত দুধ-ই হারাম হয়ে যায়- অনুরূপভাবে উরসের মধ্যে হারামের কাজ হলে উরসও নাজায়েয হবে। এটি হলো তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি।

জবাবঃ হালালের মধ্যে যদি কোন হারাম কাজ আলাদা উপসর্গ হিসাবে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে ফতোয়া এক রকম হবে। আর হারাম কাজটি যদি হালাল কাজের অঙ্গীভূত ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়, তা হলে ফতোয়া অন্য রকম হবে। হারাম কাজ যদি হালাল কাজের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় যে, উহা পৃথক করা যায় না বা করলে ঐ হালাল কাজটি সম্পন্ন করা যায় না, তাহলে ঐ সুরতে উহা হারাম হবে। যেমন- উপরে উল্লেখিত যিয়াফতে নাচ-গান যদি যেয়াফতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়- যা ছাড়া উক্ত যিয়াফত হতে পারে না, তাহলে

www.sunnibarta.com

হারাম হবে। দুধের সাথে গো-চনা এমনভাবে মিশে যায়, যা পৃথক করা যায় না। তাই সব দুধই হারাম হবে। কিন্তু যিয়াফত সেরূপ নয়। কেননা, গানবাদ্য যিয়াফতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়।

আর হারাম কাজটি যদি হালাল কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হয়; বরং বাহ্যিকভাবে যোগ হয় এবং ইচ্ছা করলে পৃথক করা যায় বা বাদ দেয়া যায়, তাহলে মূল কাজটি বা বস্তুটি হালাল হবে। যেমন- শক্ত ঘিতে ঈদুর পড়ে মারা গেলে যতটুকু ঘিতে মরা ঈদুরের রস মিশেছে, ততটুকু ঘি ফেলে দিলে বাকীটুকু হালাল হবে। অনুরূপভাবে উরস শরীফে নাচগান ও অন্যান্য শরীয়ত গর্হিত কাজ উরসের অংশ নহে। তাই এ কারণে মুল উরস হারাম হবে না। ফোকাহাগণের ফতোয়ার ইহাই মুল তাৎপর্য্য। উরস শরীফের মধ্যে গান বাজনা বা মেয়েলোকদের যাতায়াত উরসের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। যেমন- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর উরস শরীফ, মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ)-এর উরস শরীফ এবং অন্যান্য অনেক মাযারের উরস শরীফে গানবাদ্য নেই এবং মহিলাদেরও যাতায়াত নেই। কাজেই সব উরসকে ঢালাওভাবে হারাম বলা অবান্তর। ফোকাহাগণ বলেছেনঃ যে যিয়াফতে খানার টেবিলে নাচ গান পরিবেশন করা হয়, সে যিয়াফতের দাওয়াত কবুল করা জায়েয নহে। অন্যস্থানে নাচ গান হলে যিয়াফতে যোগ দিতে নিষেধ নেই। অনুরূপভাবে, যে উরসে অন্য জায়গায় নাচ গান হয়, কিন্তু মূল মাযারে উরসের কার্যাদি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, সেখানে যোগদান করা বৈধ।

মাযার যিয়ারত মূলতঃ সুন্নাত। কাজেই নারী পুরুষ একত্রিত হলে মুল সুন্নাত কাজটি হারাম হবে না। যিয়াফতের দাওয়াত কবুল করা তখনই সুন্নত, যখন হারাম কাজ থেকে খালী হবে। সুতরাং ফোকাহায়ে কেরামের যিয়াফত সংক্রান্ত দাওয়াত গ্রহণ ও উপস্থিতি শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু যিয়ারত হচ্ছে নিঃশর্ত। এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি না বুঝার কারণেই বিরোধী মহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সত্যকে গ্রহণ করাই সমিচীন। আল্লাহ আমাদের সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমিন॥

আলা হযরত ইমাম আহমদ রোযা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।
আহকামুল মাযার- ৩২

www.sunnibarta.com